বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ১৪, ২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ জুন ২০১৩

নং ০৯.২৬১.০০৬.০০.০০.০০২.২০১৩-৭৩—হার্ড টার্ম লোন কমিটি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ভূতপূর্ব বহিঃসম্পদ বিভাগ)-এর ৩১-৫-১৯৮০ তারিখের ইআরডি/কর্ড-৩/এস,সি-৯/৮০ নং অফিস স্মারক এবং চীফ মার্শাল ল' এ্যাডমিনিস্ট্রেটরস সেক্রেটারিয়েট-এর ৯-১০-১৯৮২ তারিখের ৭০৫৬/২/সিভ-II নং স্মারক এতদ্দ্বারা বাতিলপূর্বক অনমনীয় বৈদেশিক ঋণের প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য নিম্নরূপভাবে 'অনমনীয় ঋণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (Standing Committee on Non-Concessional Loan)' গঠন করা হল ঃ

২। (ক) **কমিটি গঠন** ঃ ৭ সদস্য-বিশিষ্ট কমিটি, যা নিম্নরূপ ঃ

(১)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
(২)	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
(৩)	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
(৪)	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
(৫)	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
(৬)	বিনিয়োগ বোর্ডের উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
(৭)	যুগ্ম-সচিব, বৈদেশিক সাহায্যের বাজেট ও হিসাব অনুবিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য-সচিব

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি ঃ**

এ কমিটি অনমনীয় বৈদেশিক ঋণ-প্রস্তাব পরীক্ষা ও অনুমোদন করবে। 'বৈদেশিক ঋণ' বলতে অনিবাসী (non-resident) ঋণদাতাদের নিকট হতে গৃহীত suppliers' credit/buyers' credit/preferential buyers' credit/export credit ও এক বছরের বেশী maturity period সম্পন্ন trade credit সহ সকল পাবলিক সেক্টর ঋণ এবং সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত গ্যারান্টির আওতাভুক্ত সকল ঋণকে বুঝাবে। তবে, আন্তর্জাতিক রিজার্ভ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের দায় এবং সাধারণ banking operation-সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক লেনদেন হতে উদ্ভূত দায় এ প্রজ্ঞাপনের আওতাভুক্ত বৈদেশিক ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে না। এ প্রজ্ঞাপনের সংজ্ঞা অনুযায়ী বৈদেশিক ঋণের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্য বা বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পন্ন ঋণ অনমনীয় ঋণ হিসাবে গণ্য হবে ঃ

(অ) যে সকল ঋণের grant element ২৫% এর কম। তবে, বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তির বিধান অনুযায়ী অনমনীয় ঋণ হিসাবে বিবেচনার জন্য যদি কোন উচ্চতর threshold-নির্ধারিত থাকে, সেক্ষেত্রে চুক্তির মেয়াদ grant element ২৫% এর পরিবর্তে চুক্তিতে বর্ণিত উচ্চতর threshold-প্রযোজ্য হবে।

(আ) আন্তর্জাতিক বাজারে বিনিময়যোগ্য সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত যে কোন বন্ড।

৩। (ক) **কমিটির জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা ঃ**

(অ) নমনীয় বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে যে সকল প্রকল্পে বা পণ্য সংগ্রহে অর্থায়ন সম্ভব হয়নি বা অতীত রেকর্ড অনুযায়ী সম্ভবপর নয়, সে সকল ক্ষেত্রে অনমনীয় ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন বিবেচনা করা;

(আ) যে সকল ঋণের জন্য সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্যারান্টির প্রয়োজন সে সকল ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয় হতে ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা না থাকলে তাদের ক্ষেত্রে অনমনীয় ঋণ-প্রস্তাব অনুমোদন নিরুৎসাহিত করা। তবে, জাতীয় স্বার্থে অপরিহার্য হলে তা বিবেচনা করা যেতে পারে;

(ই) Down payment-এর বাধ্যবাধকতায় শর্তযুক্ত ঋণ-প্রস্তাব অনুমোদন নিরুৎসাহিত করা;

(ঈ) যে কোন অর্থ-বছরে অনমনীয় বৈদেশিক ঋণের debt servicing বাবদ ব্যয় সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরের রপ্তানি আয়ের ১০% অথবা রাজস্ব আয়ের ১৫%-এ দুইটির মধ্যে যেটি কম, তার মধ্যে সীমিতকরণ নিশ্চিত করা;

(উ) অনমনীয় বৈদেশিক ঋণের স্থিতি (debt stock) স্থূল দেশজ উৎপাদ (GDP)-এর ১০%-এর মধ্যে সীমিতকরণ নিশ্চিত করা।

(খ) **কমিটির নিকট প্রস্তাব উপস্থাপনের পদ্ধতি ঃ**

(অ) বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ এবং ইআরডির সংশ্লিষ্ট উইং-এর মতামতসহ ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রস্তাব প্রেরণ করবে। তবে, জরুরি ক্ষেত্রে কমিটির চেয়ারম্যান এ শর্ত শিথিল করতে পারবেন;

(আ) এ কমিটি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের ঋণ প্রস্তাব ইতঃপূর্বে বিবেচিত হয়ে থাকলে তার সঙ্গে প্রস্তাবিত ঋণের শর্তের তুলনামূলক বিশ্লেষণ, প্রস্তাবিত ঋণ নমনীয় শর্তে সংগ্রহের জন্য গৃহীত উদ্যোগের status, ঋণ প্রদানকারী দেশ/সংস্থার নিকট হতে ইতঃপূর্বে গৃহীত মোট অনমনীয় ঋণের পরিমাণ, উক্ত দেশ/সংস্থার নমনীয় ঋণের সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন এইড গ্রুপ, দাতা সংস্থা/দেশ, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক বা আইএমএফ-এর debt policy সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা/পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি তথ্য কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে হবে;

(ই) ঋণের আর্থিক শর্ত অনুযায়ী আইএমএফ অনুসৃত tool ও পদ্ধতি ব্যবহারপূর্বক গণনাকৃত grant element প্রস্তাবের সঙ্গে পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে;

(ঈ) ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক মন্ত্রণালয়/বিভাগ অথবা তাদের অনুরোধে ইআরডি ঋণ-প্রস্তাব সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করবে;

(উ) কমিটি প্রাসঙ্গিক অন্য যে কোন তথ্য উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে নির্দেশ দিতে পারবে;

(ঊ) ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা-কে ঋণ প্রস্তাবসমূহ সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ২ (দুই) সপ্তাহ পূর্বে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফরিদা নাসরীন
যুগ্ম সচিব।

ড. মোঃ আলী আকবর (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২৯, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ আশ্বিন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৯.০০.০০০০.৯২২.০০৬.০১.১১.১০০.১৬(অংশ-৩)-২৬৮—অনমনীয় ঋণের ঝুঁকি প্রশমনে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ হতে গত ৩০-০৬-২০১৩ তারিখে জারীকৃত ০৯.২৬১.০০৬.০০.০০.০০২.২০১৩-৭৩ স্মারকের প্রজ্ঞাপনের ০২(খ)(অ) নিম্নরূপে সংশোধন করা হ'ল ঃ

১। ০২(খ)(অ) অনুচ্ছেদ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত :

"(অ) যে সকল ঋণের grant element-এর মান ৩৫% এর কম সে সকল ঋণ অনমনীয় ঋণ হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং এ সকল ঋণ প্রস্তাবে 'অনমনীয় ঋণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি' বা 'Standing Committee on Non-concessional Loan' কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।"

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হ'ল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফরিদা নাসরীন
অতিরিক্ত সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

(১৪৯২১)

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, ডিসেম্বর ১, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬/২৫ নভেম্বর, ২০১৯

নং ০৯.০০.০০০০.২০৭.০৬.০৬৮.১৯/২৭৪ ।—অনমনীয় ঋণের ঝুঁকি প্রশমনে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ হতে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে জারিকৃত ০৯.০০.০০০০.৯২২.০০৬.০১.১১.১০০. ১৬(অংশ-৩)/২৬৮ স্মারকের প্রজ্ঞাপনের ০২(খ)(অ) নিম্নরূপে সংশোধন করা হ'ল :

২। **০২(খ)(অ) অনুচ্ছেদ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত :**

"(অ) যে সকল ঋণের grant element-এর মান ২৫% এর কম, সে সকল ঋণ অনমনীয় ঋণ হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং এ সকল ঋণ প্রস্তাবে 'অনমনীয় ঋণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি' বা 'Standing Committee on Non-Concessional Loan (SCNCL)' কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।"

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হ'ল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. পিয়ার মোহাম্মদ
অতিরিক্ত সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

(২৫২৬৭)
মূল্য : টাকা ৪·০০